কাল থেকে কুষ্টিয়ার সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলার সকল উপজেলার শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, করোনা দুর্যোগকালীন বাজার মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দেওয়া শর্তসমূহ উপেক্ষা করে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং পাশ্ববর্তী জেলার লোকজন বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ জেলায় আসছে ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ের সকল হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট, শপিংমলসমুহ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরী সেবাসমুহ ও ঔষধের দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এ আদেশ অমান্য করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি কতদিন পর্যন্ত অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ভাইরাস শরীরে ঢুকলে উপসর্গ দেখা দিতে সময় লাগে গড়ে পাঁচ দিন। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে উপসর্গ দেখা দিতে

সময় লাগতে পারে আরও বেশি দিন।

ইনকিউবেশন কাল অর্থাৎ যে সময়টায় কোনও ভাইরাস মানুষের শরীরে থাকে কিন্তু তার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না, সেই ইনকিউবেশনের সময়টা কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে হল ১৪ দিন পর্যন্ত – এই মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার।

কিন্তু কোনও কোনও গবেষক বলছেন যে এই সময়টা ২৪ দিন পর্যন্তও হতে পারে। অর্থাৎ জীবাণু আপনার শরীরে সুপ্ত অবস্থায় এতটা লম্বা সময় ধরে থাকতে পারে।
তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ২১ দিন পর্যন্ত ভাইরাসের উপস্থিতি থাকতে পারে বলে ধরা হচ্ছে – এমনটা জানিয়েছেন আইইডিসিআর’র উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মুশতাক হোসেন।

মুশতাক হোসেন বলেন, “একজন ব্যক্তির দেহে যেদিন প্রথমবার করোনাভাইরাস শনাক্ত হয় এবং এরপর তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে যদি তার উপসর্গ চলে যায়, তাহলে প্রথম দিন থেকে হিসেব শুরু করে ২১ দিন পর তিনি আর কাউকে সংক্রমিত করতে পারবেন না বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।”

তবে আক্রান্ত রোগী শুধুমাত্র মৃদু উপসর্গ সম্পন্ন রোগী হলে এবং তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে তার উপসর্গ চলে গেলেই ২১ দিন পর ওই ব্যক্তিকে নিরাপদ ধরে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। সূত্র: বিবিসি বাংলা

দর্শনা রেল বাজারের প্রবেশ মুখে জীবনু-নাশক টানেল উদ্বোধন

দর্শনা রেল বাজারে প্রবেশ মুখে স্বাস্থ্য বিধি সুরক্ষায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ দর্শনা রিক্সা স্ট্যান্ড বটতলায় থেকে জীবনু- নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ

সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনের পর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে রেল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতারা জীবানুমুক্ত হয়ে বাজারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে নির্বিঘ্নে বাজারে প্রবেশ করে তাদের কেনা-কাটা করছে।

এছাড়া তিনি সকাল ৯টায় দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল মাঠে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য উপহার প্রদান করেন। এরপর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেল উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গার উদ্যেশে চলে যান।

বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারের সব কয়টি প্রবেশ মুখে জীবানু-নাশক দিয়ে চটের বস্তা ভিজিয়ে রেখেছে এবং যুব ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে স্যানিটাইজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া বাজারে শিশু ও বৃদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ করছেন। সবচেয়ে এবার রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় করোনা মুক্ত রাখতে তাদের এ উদ্যোগ বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

এছাড়া বাজারের ভিতর বাই-সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, আলমসাধু ও অটোরিক্সা প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্রেতারা নির্বিঘ্নে তাদের দুরুত্ব বজায় রেখে কেনা কাটা করতে পারছে।

জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান আলী মুছুর বাবু, উপজেলা নিবার্হী অফিসার এস এস মুনিম লিংকন, দর্শনা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।

তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন

মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।
এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ

প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১০৪১

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু, নতুন করে আরও ১০৪১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

করোনা নিয়ন্ত্রণে ৫ বছর লাগবে: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

গেল বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে বিশ্বের ২১২টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত ৪৪ লাখ ৪২ হাজার ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে মারা গেছেন ২ লাখ ৯৮ হাজার ৩৩২ জন।

বিশ্বব্যাপী করোনায় দিন দিন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই। এখন পর্যন্ত করোনা রোধে কার্যকর কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। এদিকে, করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে আনতে ৪ থেকে ৫ বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌমিয়া সোমিনাথান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, আমি চার থেকে পাঁচ বছরের একটি সময়সীমার কথা বলতে চাই। এই সময়ের মধ্যে আমরা এটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব।
তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ভ্যাকসিন। তবে এর কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। একই সঙ্গে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও সুষম বণ্টন নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এখনই করোনাভাইরাসের মহামারীর সমাপ্তি হচ্ছে না। বছরের পর বছর এতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাবে মানুষ।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, মানবজাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংকট হিসেবে কমিউনিটিতে রয়ে যাবে এই ভাইরাস। তাই বিশ্ব নেতাদের এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের একটি বিন্দুতে পৌঁছাতে হবে, যাতে এটা আর মহামারী না থাকে।

বুধবার এমন কথা জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, কোভিড-১৯ হবে এইডসের মতো, যা কখনোই শেষ হওয়ার নয়। তাই এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন ভাইরাসটির সংক্রমণ এভাবে ছড়াতে থাকলে তার ফল মারাত্মক হবে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে ঈদকে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম হলরুমে করোনাভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীর জি এম (প্রশাসন) শেখ শাহাবুদ্দিন, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মো: নূরুল ইসলাম, দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জন প্রতিনিধি, আ’লীগ নেতা, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন ক্রেতা- বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা

মানার আহ্বান করেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেল বাজারে গতকাল সকাল ১১ ঘটিকার সময় পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। সেই সময় তিনি ক্রেতা-বিক্রেতাদের কে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কেনাকাটা করার আহ্বান জানান।

তিনি সকল ক্রেতা-বিক্রেতাদের বলেন, আপনারা সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কাজ করলে বর্তমান মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো সেই সাথে এর সংক্রমণ ও রোধ করতে পারবো।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, দর্শনা রেল বাজার কমিটি বাজারের মূল প্রবেশমুখে সেচ্ছাসেবক দিয়ে সকলকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ও সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার পর বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে এটি একটি ভালো উদ্যোগ এজন্য তিনি বাজার কমিটির সভাপতি টিপু সুলতান ও সেক্রেটারি সাব্বির হোসেনকে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সাথে বাজার কমিটির সকল সদস্যকে দর্শনা রেল বাজারকে সবসময় নজরদারি তে রাখতে বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।